# ধৈর্য-সবর কখন ও কিভাবে

[বাংলা]

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

1431 – 2010

islamhouse.com

# لما ذا تصبر وكيف؟

[اللغة البنغالية ]

عبد الله شهيد عبد الرحمن

1431 - 2010

islamhouse.com

## ধৈর্য-সবর কখন ও কিভাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا (آل عمران : 200)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ( البقرة : 155)

“আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৫)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: 10)

“নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।” (সূরা যুমার, আয়াত: ১০)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى : 43)

“অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।” (সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৪৩)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (البقرة : 153)

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৩)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. (محمد : 31)

“আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।” (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩১)
এ সকল আয়াত ছাড়াও ধৈর্য ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে পবিত্র আল-কুরআনে।

**এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা যা শিখতে পারি ঃ**

১- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধৈর্য ধারণ করেতে হুকুম দিয়েছেন।

২- তিনি ধৈর্য ধারণে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন। তাই নিজেকে সকলের চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল হিসেবে তৈরী করা প্রয়োজন।

৩- ঈমানদার সকল প্রকার বিপদ-আপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করবে। আর এতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে থাকবে শুভ সংবাদ।

৪- আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পুরস্কার ও প্রতিদান দেবেন বিনা হিসাবে।

৫- ধৈর্য ও ক্ষমাকে আল্লাহ দৃঢ় সংকল্পের কাজ বলে প্রশংসা করেছেন।

৬- আল্লাহ তাআলা বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ ও সালাতের মাধ্যমে তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৭- ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে।

৮- আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, সমস্যা-সংকট দিয়ে পরীক্ষা করে প্রকাশ্যে প্রমাণ করতে চান যে, কে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে প্রস্তত আর কে ধৈর্য ধারণ করতে পারে।

**ধৈর্য বা সবরের সংজ্ঞা ঃ** 'সবর' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল আটকে রাখা।

শরয়ী পরিভাষায় তিনটি বিষয়ে নিজেকে আটকে রাখার নাম সবর বা ধৈর্য।

প্রথম বিষয় ঃ আল্লাহ তাআলার আদেশ-নির্দেশ পালনে নিজেকে আটকে রাখা।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন তার দিকে যেতে নিজেকে আটকে রাখা বা বিরত রাখা।

তৃতীয় বিষয় ঃ যে সকল বিপদ-আপদ আসবে সে সকল ব্যাপারে অসঙ্গত ও অনর্থক বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে নিজেকে আটকে রাখা।

**এ বিষয়ের হাদীসসমূহ ঃ**

১- عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطَّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَسُبْحَانَ الله والحَمَدُ للهِ تَمْلآنِ – أَوْ تَمْلأُ- ما بَيْنَ السَماواتِ والأَرْضِ، والصَّلاةُ نُوْرٌ، والصَّدقَةُ بُرْهَانٌ، والصّبْرُ ضِيَاءٌ، والقرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كلُّ النّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَه فَمُعْتِقُهَا أو مُوبِقُهَا. رواه مسلم

**হাদীস- ১.** আবু মালিক হারেস ইবনে আসেম আল-আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। আর 'আল-হামদুল্লিাহ' আমলের পাল্লা পূর্ণ করে দেয়। ছুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ উভয়ে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। নামাজ হল জ্যোতি। দান-সদকা হল প্রমাণ। সবর-ধৈর্য হচ্ছে আলো। আল-কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ হবে। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। এরপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।" বর্ণনায় ঃ মুসলিম

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- পবিত্রতা মানুষের বাহ্যিক দিক। অন্তরের বিশ্বাস হল অপ্রকাশ্য বিষয়। বাহ্যিক ও অপ্রকাশ্য দুটো বিষয় নিয়েই ঈমান। সে হিসাবে পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধাংশ।

২- তাসবীহ (ছুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) এর ফজিলত। আমলের পাল্লায় এর রয়েছে অনেক গুরুত্ব।

৩- সালাত বা নামাজ ঈমানদারের অন্তরকে ও চেহারাকে উজ্জল করে। এমনিভাবে তা কবর ও হাশরে তার জন্য আলোকবর্তিকা হবে।

৪- দান-সদকা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা সঠিক ঈমানের একটি প্রমাণ। মুনাফিকরা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না।

৫- ধৈর্য-সবর হল ঈমানদারদের জন্য আলো স্বরূপ। এ আলো সুর্যের আলোর মত। যেমন এ হাদীসে এ আলোকে 'জিয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর 'জিয়া' বলতে আল কুরআনে সুর্যের আলোকে বুঝানো হয়েছে। যা মানুষকে আলো দেয় ও তাপের মাধমে শক্তি যোগায়। ধৈর্য - সবর এমন বিষয় যা মানুষকে

আলোকিত করে ও শক্তিশালী করে। ধৈর্য সংক্রান্ত হাদীসের এ অংশের সাথেই বিষয় শিরোনামের সম্পর্ক রয়েছে।

৬- যদি কেহ আল-কুরআনকে জীবনের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে আল-কুরআন তার পক্ষে প্রমাণ হবে। আর যদি কেহ আল-কুরআনকে বর্জন করে তাহলে বিচার দিবসে আল-কুরআন তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে।

৭- সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেক মানুষই নিজেকে কাজ-কর্মের জন্য বিক্রি করে দেয়। কেহ ভাল কাজ করে নিজেকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখে। আর কেহ খারাপ কাজ করে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

২- عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَعْطاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ، حتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيءٍ بِيَدِه : مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. رواه البخاري و مسلم

**হাদীস- ২.** আবু সায়ীদ সাদ বিন মালেক বিন সিনান আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  এর কাছে সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার সাহায্য চাইল। তিনি আবার দান করলেন। শেষ পর্যন্ত যা কিছু তার কাছে ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। যখন সবকিছু দান করে দিলেন তখন তিনি তাদের বললেন, "আমার কাছে যা কিছু সম্পদ আসে তা আমি তোমাদেরকে  না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে মুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ব্যাপক-বিস্তৃত সম্পদ কাউকে দান করা হয়নি।"

বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  এর কাছে কেহ কিছু চাইলে তাকে ফেরত দিতেন না। যতক্ষণ তার কাছে সম্পদ থাকত ততক্ষণ দান করতে থাকতেন। নিজের জন্য কখনো কিছু রেখে দিতেন না।

২- যে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র থাকতে সামর্থ দান করেন। যে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে মুক্ত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে মুক্ত থাকতে তাওফিক দান করেন।

৩- মানুষের কাছে যা আছে এর থেকে যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে সর্বদা মানুষ থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতে সাহায্য করেন।

৪- যে ব্যক্তি নিজেকে ধৈর্যশীল বানাতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল হতে সাহায্য করেন।

৫- অভাবে পড়ে মানুষের কাছে না চাওয়া, নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করা ধৈর্যের অন্তর্ভূক্ত।

৬- যত চারিত্রিক সম্পদ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কার্যবরী হল ধৈর্য বা সবর। যাকে এ গুণটি দান করা হয়েছে সে অনেক মুল্যবান সম্পদ অর্জন করেছে।

৩- عن أبي يحي صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَجَباً لِأَمْرِ المُؤمِنِ إنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَ لِأَحَدٍ إلاَّ لِلمُؤمِنِ : إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ. رواه مسلم

**হাদীস- ৩.** আবু ইয়াহইয়া সুহাইব বিন সিনান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঈমানদারের বিষয় নিয়ে আমি খুব আশ্চর্য বোধ করি। তার সকল কাজেই আছে কল্যাণ। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোন মানুষের এ সৌভাগ্য নেই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোন বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে সে আল্লাহ শোকর করবে, ফলে তার কল্যাণ হবে। আর যদি তাকে কোন বিপদ-মুসীবত স্পর্ষ করে, তাহলে সে ধৈর্য ধারণ করবে। এতেও অর্জিত হবে তার কল্যাণ।" বর্ণনায়ঃ মুসলিম

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- এ হাদীসে ঈমানদারের দুটো বড় গুণ 'সবর ও শোকর' এর আলোচনা এক সাথে এসেছে।

২- সকল মানুষদের মধ্যে ইসলাম অনুসারীদের এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। মানুষ হয়তো সুখী হবে কখনো, অথবা কখনো থাকবে অসুখী। কোন অবস্থাতেই ঈমানদার ব্যক্তির ক্ষতি নেই।

৩- সুখ-সম্পদ, নেয়ামত পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতে এ হাদীস ঈমানদারদের নির্দেশ দেয়।

৪- কোন ধরনের বিপদ মুসীবত আসলে তাতে ঈমানদার ভেঙ্গে পড়বে না, হতাশ হবে না। ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবে।

৪- عن أنس رضي الله عنه قال: لَمَّا ثَقُلَ النبي صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاه الكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها : واكَرْب أبتاه. فَقَالَ : لَيْسَ عَلى أَبِيْكَ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يا أَبَتَاه أَجَابَ رَبًّا دَعَاه، يا أَبَتَاه جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأوَاه، يا أَبَتَاه إلى جِبْرِيْلَ نَعْنَاه. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها: أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التُّرَابُ؟ رواه البخاري

**হাদীস-৪.** আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোগে ভারী হয়ে গেলেন, রোগ যন্ত্রণা তাকে বেহুশ করতে লাগল তখন ফাতেমা রা. দুঃখের সাথে বললেন, 'উহ! আমার আব্বার কি কষ্ট হচ্ছে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, "আজকের পর তোমার আব্বার কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখন ফাতেমা রা. বললেন, 'হায় আমার আব্বা! তিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আমার আব্বা! জান্নাতুল ফেরদাউস তার ঠিকানা। হায় আব্বা! জিবরীলকে মৃত্যুর খবর দিচ্ছি।' যখন তাঁর দাফন শেষ হল, তখন ফাতেমা রা. লোকদের বললেন, 'তোমাদের মন কি চেয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মাটি রাখতে?'

বর্ণনায় ঃ বুখারী

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অন্যান্য মানুষের মত রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। সাধারণ মানুষ যেমন দুঃখ, কষ্ট রোগ-যন্ত্রণা, মৃত্যু কষ্টে ভোগে তাকেও তা বরদাশত করতে হয়েছে।

২- অন্যান্য মানুষ যেমন মৃত্যু বরণ করে, তিনিও তেমনি মৃত্যু বরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছেন ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

"তুমি মৃত্যু বরণ করবে আর তারাও মৃত্যু বরণ করবে।" (সূরা যুমার, আয়াত ৩০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون (أخرجه البخاري في الصلاة ومسلم في المساجد)

"আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমন ভুলে যাই।" (বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম)

৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করার জন্য ও উম্মতকে ধৈর্যের আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে মৃত্যু যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে। উম্মত যেন এ কথা মনে না করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মহা সূখী মানুষ আমরা তাকে কিভাবে অনুসরণ করি?

৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু যন্ত্রণায় এতটা কাতর হওয়া সত্বেও ধৈর্যের সর্বোত্তম আদর্শের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। অস্থিরতা বা হতাশা প্রকাশ করে, এমন কোন বাক্য তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি। ফাতেমা রা. ব্যাকুল হয়ে পড়লেও তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, "আজকের এ কষ্টের পর তোমার পিতার আর কষ্ট নেই।"

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালে সময় ফাতেমা রা. ছিলেন তার একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুতে তিনি কতখানি শোকে কাতর ছিলেন তা অনুভব করানো যাবে না। তা সত্বেও অধৈর্য প্রকাশ পায় বা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, এমন কোন বাক্য তার মুখে শোনা যায়নি। তার যে কথাগুলো এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছন্দ ও অর্থের দিক দিয়ে চমৎকার অভিব্যক্তি। এতে যেমন তার দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তার ধৈর্য।

৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিবরীল সর্বদা রাসূলের কাছে অহী নিয়ে আসা যাওয়া করতেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর আর তিনি আল্লাহর বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন না। এ কথাটি ব্যক্ত করার জন্য ফাতেমা রা. বলেছেন, 'আমি জিবরীলকে তার মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছি।'

৭- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফন শেষ হলে ফাতেমা রা. শোকে মুহ্যমান অবস্থায় বললেন, 'আল্লাহর রাসূলের উপর মাটি রাখতে কি তোমাদের মন সায় দিল?' এর উত্তর হলো 'হ্যাঁ, কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা চেয়েছেন, যা করতে বলেছেন তাতে আমাদের মন অবশ্যই সায় দেয়। তাতে যদি মনে ব্যথা পাই বা দুঃখ লাগে তবুও সায় দিতেই হয়।'

٥- عن أَبِي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنهما قال: أَرسَلَتْ بِنتُ النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ ابنِني قَد احْتُضِرَ فَاشْهَدنا، فأرسل يُقْرِيءِ السَّلامَ وَيَقُول: إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلَّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلِتَصْبِرِ وَلتَحسِبْ. فأَرْسَلَتْ إِليهِ تُقسِم عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعَد بن عُبَادَة وَمُعَاذ بن جَبَل وأُبَي بن كَعَب وزيد بن ثَابِت وَرِجَالٌ رضي الله عنهم، فَرُفِعَ إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّبِيُّ، فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعَدُ: يا رَسُولَ الله مَا هذا؟ فَقَالَ: هذِه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِه. وَفِي رواية : في قلوب مَنْ شاء الله مِن عِبَادِه وَإِنّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِه الرُّحَمَاءَ. متفق عليه.

**হাদীস - ৫.** আবু যায়েদ উসামা ইবনে হারেস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যা খবর পাঠালেন যে, আমার ছেলে মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত, তাই আপনি একটু আমাদের দেখে যান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দাতাকে বললেন, "যেয়ে সালাম বলো, আর বলবে যা তিনি নিয়ে গেছেন তা আল্লাহর জন্যই । তিনি যা দিয়েছেন তাতো তাঁরই ছিলো। তাঁর কাছে প্রত্যক বস্তুর একটা নির্ধারিত মেয়াদ আছে। যেন সে ধৈর্য ধারন করে ও আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করে।" ইতিমধ্যে আবার কসম দিয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠালেন তাকে আসতে বলে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হলেন। সাথে ছিলেন, সাআদ বিন উবাদা, মুআজ বিন জাবাল, উবাই বিন কাআব, যায়েদ বিন সাবেত প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তারপর বাচ্চাটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দেয়া হলো, তিনি তাকে নিজ কোলে বসালেন। এ সময় বাচ্চাটি মৃত্যুর হেচকি দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগল। এ দেখে সাআদ বললেন, হে রাসূল এটা কী (আপনি কাঁদছেন)? তিনি বললেন, "এটা রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার অন্তরে এ রহমত দিয়ে দেন। আর আল্লাহ তার দয়ালু বান্দাদের প্রতি দয়া করেন।"

বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- কাউকে কোথাও পাঠালে সালাম প্রেরণ করার প্রচলন শরীয়ত অনুমোদিত।

২- কারো আপন জনের ইন্তেকালে তাকে সান্তনা দেয়া সুন্নাত। এমনিভাবে ধৈর্য ধারন করার জন্য উপদেশ দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ।

৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সান্তনা প্রদানের ভাষা কত চমৎকার। যেমন তিনি বলেছেন, আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তারই ছিলো। তিনি যা দিয়েছেন তাও তাঁরই ছিলো। তাঁর কাছে প্রত্যক বস্তুর একটা নির্ধারিত মেয়াদ আছে।

৪- সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যের কত মূল্য দিতেন, যেমন আমরা এ হাদীসে দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নাতিকে দেখতে গেছেন, সাথে তার সাহাবাগণ সতস্ফুর্তভাবে সঙ্গ দিয়েছেন।

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দয়া-মমতার প্রকাশ। তিনি শিশুটির ইন্তেকালে কেঁদেছেন। সাথের সাহাবাদের ধারনা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদবেন কেন? কান্নাকাটি করা ধৈর্যের পরিপন্থী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধারনা দূর করে দিলেন, বললেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই কারো ইন্তেকালে দুঃখে শোকে চোখের পানি ফেলে কাঁদা দোষের কিছু নয়। বরং এটা মানব প্রকৃতি, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তবে চিৎকার করা, শশব্দে আহাজারী করা ধৈর্যের পরিপন্থী।

6- وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِك : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابعَثْ إِلَيَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يعَلِّمُهُ ، وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمهُ فأَعْجَبهُ، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إِلَيْه، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فقال : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِر فَقُلْ : حبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحرُ.

فَبيْنَمَا هُو عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دابَّةٍ عظِيمَة قدْ حَبَسَت النَّاس فقال : اليوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أفْضَل أم الرَّاهبُ أفْضلَ ؟ فأَخَذَ حجَراً فقالَ : اللهُمَّ إنْ كان أمْرُ الرَّاهب أَحَبَّ إلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فاقتُلْ هَذِهِ الدَّابَّة حتَّى يمْضِيَ النَّاسُ، فرَماها فقتَلَها ومَضى النَّاسُ، فأَتَى الرَّاهب فأَخبَرَهُ . فقال لهُ الرَّاهبُ : أَىْ بُنيَّ

أَنْتَ اليوْمَ أَفْضلُ منِّي، قدْ بلَغَ مِنْ أمْركَ مَا أَرَى، وإِنَّكَ ستُبْتَلَى ، فإنِ ابْتُليتَ فَلاَ تدُلَّ عليَّ، وكانَ الغُلامُ يبْرِئُ الأكْمةَ والأبرصَ، ويدَاوي النَّاس مِنْ سائِرِ الأدوَاءِ . فَسَمعَ جلِيسٌ للملِكِ كانَ قدْ عمِيَ، فأتَاهُ بهداياَ كثيرَةٍ فقال: ما ههُنَا لك أجْمَعُ إنْ أنْتَ شفَيْتني، فقال إنِّي لا أشفِي أحَداً، إنَّمَا يشْفِي الله تعَالى، فإنْ آمنْتَ بِاللهِ تعَالَى دعوْتُ الله فشَفاكَ، فآمَنَ باللهِ تعَالى فشفَاهُ اللهُ تَعَالَى، فأتَى المَلِكَ فجَلَس إليْهِ كما كانَ يجْلِسُ فقالَ لَهُ المَلكُ : منْ ردَّ علَيْك بصَرك؟ قال : ربِّي. قَالَ: ولكَ ربٌّ غيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّي وربُّكَ الله، فأَخَذَهُ فلَمْ يزلْ يُعذِّبُهُ حتَّى دلَّ عَلَى الغُلاَمِ فجئَ بِالغُلاَمِ، فقال لهُ المَلكُ : أىْ بُنَيَّ قدْ بَلَغَ منْ سِحْرِك مَا تبْرئُ الأكمَهَ والأبرَص وتَفْعلُ وَتفْعَلُ فقالَ : إنِّي لا أشْفي أَحَداً، إنَّما يشْفي الله تَعَالَى، فأخَذَهُ فَلَمْ يزَلْ يعذِّبُهُ حتَّى دلَّ عَلَى الرَّاهبِ، فجِئ بالرَّاهِبِ فقيل لَهُ : ارجَعْ عنْ دِينكَ، فأبَى، فدَعا بالمِنْشَار فوُضِع المنْشَارُ في مفْرقِ رأْسِهِ، فشقَّهُ حتَّى وقَعَ شقَّاهُ، ثُمَّ جِئَ بجَلِيسِ المَلكِ فقِلَ لَهُ : ارجِعْ عنْ دينِكَ فأبَى، فوُضِعَ المنْشَارُ في مفْرِقِ رَأسِهِ، فشقَّهُ به حتَّى وقَع شقَّاهُ، ثُمَّ جئَ بالغُلامِ فقِيل لَهُ : ارجِعْ عنْ دينِكَ، فأبَى، فدَفعَهُ إِلَى نَفَرٍ منْ أصْحابِهِ فقال: اذهبُوا بِهِ إِلَى جبَلِ كَذَا وكذَا فاصعدُوا بِهِ الجبلَ، فـإذَا بلغتُمْ ذروتهُ فإنْ رجعَ عنْ دينِهِ وإلاَّ فاطرَحوهُ فذهبُوا به فصعدُوا بِهِ الجَبَل فقال: اللَّهُمَّ اكفنِيهمْ بمَا شئْت، فرجَف بِهمُ الجَبَلُ فسَقطُوا، وجَاءَ يمْشي إِلَى المَلِكِ، فقالَ لَهُ المَلكُ: ما فَعَلَ أَصحَابكَ ؟ فقالَ : كفانيهِمُ الله تعالَى، فدفعَهُ إِلَى نَفَرَ منْ أصْحَابِهِ فقال: اذهبُوا بِهِ فاحملُوه في قُرقُور وَتوَسَّطُوا بِهِ البحْرَ، فإنْ رَجَعَ عنْ دينِهِ وإلاَّ فَاقْذفُوهُ، فذَهبُوا بِهِ فقال: اللَّهُمَّ اكفنِيهمْ بمَا شِئْت، فانكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفينةُ فغرقوا، وجَاءَ يمْشِي إلَى المَلِك. فقالَ لَهُ الملِكُ: ما فَعَلَ أَصحَابكَ ؟ فقال: كفانِيهمُ الله تعالَى . فقالَ للمَلِكِ إنَّك لسْتَ بقَاتِلِي حتَّى تفْعلَ ما آمُركَ بِهِ. قال: ما هُوَ ؟ قال : تجْمَعُ النَّاس في صَعيدٍ واحدٍ، وتصلُبُني عَلَى جذْعٍ، ثُمَّ خُذ سهْماً مِنْ كنَانتِي، ثُمَّ ضعِ السَّهْمِ في كَبدِ القَوْسِ ثُمَّ قُل: بسْمِ اللهِ ربِّ الغُلاَمِ ثُمَّ ارمِنِي، فإنَّكَ إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتني. فجَمَع النَّاس في صَعيدٍ واحِدٍ، وصلَبَهُ عَلَى جذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سهْماً منْ كنَانَتِهِ، ثُمَّ وضَعَ السَّهمَ في كبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قَالَ : بِسْم اللهِ رَبِّ الغُلامِ، ثُمَّ رمَاهُ فَوقَعَ السَهمُ في صُدْغِهِ، فَوضَعَ يدَهُ في صُدْغِهِ فمَاتَ. فقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلاَمِ، فَأُتِيَ المَلكُ فَقِيلُ لَهُ: أَرَأَيْت ما كُنْت تحْذَر قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِك حَذرُكَ. قدْ آمنَ النَّاسُ. فأَمَرَ بِالأخدُودِ بأفْوَاهِ السِّكك فخُدَّتَ وَأَضْرِمَ فِيها النيرانُ وقالَ : مَنْ لَمْ يرْجَعْ عنْ دينِهِ فأقْحمُوهُ فِيهَا أوْ قيلَ لَهُ : اقْتَحمْ ، ففعَلُوا حتَّى جَاءتِ امرَأَةٌ ومعَهَا صَبِيٌّ لهَا ، فَتقَاعَسَت أنْ تَقعَ فِيهَا، فقال لَهَا الغُلاَمُ : يا أُمَّاهْ اصبِرِي فَإنَّكَ عَلَي الحَقِّ » روَاهُ مُسْلَمٌ

**হাদীস - ৬.** সুহাইব রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক রাজা ছিল। তার একজন যাদুকর ছিল। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল তখন সে রাজাকে বলল, 'আমিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছি। একজন বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি

তাকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দেব। রাজা একজন বালককে তার কাছে যাদু শেখার জন্য পাঠাল। তার যাতায়াতের পথে ছিল একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক। সে বালকটি তার কাছে বসে তার কথা-বার্তা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। আর এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার সময় ধর্মযাজকের কাছে বসতে লাগল। যাদুকরের কাছে যেতে দেরী করার কারণে যাদুকর তাকে মারপিট করত। ফলে সে ধর্মযাজকের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ দিল। ধর্মযাজক বলল, যখন তোমার যাদুকরের ভয় হবে তখন তাকে বলবে, 'আমার পরিবার আমাকে আটকে রেখে ছিল।' যখন তোমাদের পরিবারের ভয় করবে তখন তাদের বলবে, 'যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল।' একদিন এক বন্য জন্তু এসে মানুষের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে রাখল। বালকটি তখন ভাবল, আজ আমি জেনে নেব ধর্মযাজক শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ। সে এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! ধর্মযাজকের কাজ যদি যাদুকরের কাজ থেকে আপনার কাছে বেশী পছন্দের হয় তাহলে এ জন্তুটিকে মেরে ফেলুন, যাতে মানুষ পথ দিয়ে চলাচল করতে পারে। তারপর সে পাথরটি নিক্ষেপ করল। জন্তুটি মারা গেল। আর মানুষের পথের বাধা দূর হয়ে গেল। তারপর সে ধর্মযাজকের কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। ধর্মযাজক তাকে বলল, 'হে আমার প্রিয় বৎস! আজ তুমি আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে। আমার মতে তোমার ব্যাপারটা একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌছে গেছে। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পতিত হও তবে আমার কথা কাউকে বলবে না।' বালকটি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দিত এবং মানুষের সকল ধরণের রোগের চিকিৎসা করত। রাজার পরিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বালকটির কাছে অনেক উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়ে বলল, 'তুমি যদি আমাকে আরোগ্য করে দাও তাহলে এ সকল উপঢৌকন সবই তোমার।' বালকটি বলল, 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। মহান আল্লাহ আরোগ্য দান করেন। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন তবে আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করব। ফলে তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন।' সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। মহান আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে আবার রাজদরবারে গিয়ে বসল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল?' সে উত্তর দিল, 'আমার প্রভূ।' রাজা বলল, 'আমি ছাড়া তোমার প্রভূ আছে?' সে বলল, 'আল্লাহ-ই হলেন আপনার ও আমার প্রভু।' তারপর রাজা তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে রাজদরবারে আনা হল। রাজা তাকে বলল, 'হে প্রিয় বৎস! তোমার যাদুর খবর আমার কাছে পৌছেছে যে, তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে থাক। এবং আরো অনেক কিছু করতে পার।' বালকটি বলল, 'আমি কাউকে সুস্থ করি না। আরোগ্য ও সুস্থতা তো আল্লাহ তাআলাই দান করেন।' রাজা তাকে (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অপরাধে) গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে বালকটি ধর্মযাজকের কথা বলে দিল। তারপর ধর্মযাজককে ধরে আনা হল। তাকে বলা হল, 'তুমি তোমার ধর্ম থেকে ফিরে আস।' সে ধর্ম থেকে ফিরে আসতে অস্বীকার করল। তখন রাজা করাত আনতে নির্দেশ দিল। তারপর করাতটি তার মাথার উপর চালিয়ে তাকে চিরে দু টুকরা করা হল। তারপর বাদশার সে পরিষদ সদস্যকে হাজির করা হল। তাকেও বলা হল, 'তুমি তোমার ধর্ম থেকে ফিরে আস।' সেও অস্বীকার করল। ফলে তাকে করাত দিয়ে দু টুকরো করা হল। তারপর বালকটিকে আনা হল। তাকেও বলা হল, 'তুমি তোমার ধর্ম থেকে ফিরে আস।' সেও অস্বীকার করল। তারপর রাজা তাকে কয়েকজন লোকের হাতে সোপর্দ করে বলল, তাকে অমুক পাহাড়ের চূড়ায় উঠাও। উঠিয়ে তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলবে। যদি করে, তো ঠিক আছে। না করলে তাকে সেখান থেকে নীচে ফেলে দেবে। তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করল। সে বলল, 'হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে চান আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দান করুন।' অত:পর পাহাড়টি কেঁপে উঠল। তারা পাহাড় থেকে পড়ে গেল। আর বালকটি হেটে রাজার কাছে আসল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গীদের খবর কি?' সে বলল, 'তাদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।' তখন রাজা তাকে

তার কয়েকজন সঙ্গীর কাছে অর্পন করে বলল, 'ছোট নৌকায় উঠিয়ে তাকে সমুদ্রের মাঝে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তার ধর্ম ত্যাগ না করে তাহলে সমুদ্রে ফেলে দেবে।' তারা তাকে নিয়ে চলে গেল। বালকটি দুআ করল, 'হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে চান আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।' রাজার নৌকা তাদের সকলকে নিয়ে নিমজ্জিত হল। তারা সকলে ডুবে মারা গেল আর বালকটি আবার রাজার কাছে ফিরে আসল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সাথের লোকদের খবর কী?' সে বলল, 'তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।' তারপর সে রাজাকে বলল, 'আপনি আমার নির্দেশ মত কাজ না করলে আমাকে হত্যা করতে পারবেন না।' বাদশা জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী কাজ?' সে বলল, 'একটি ময়দানে লোকদের জমায়েত করবেন। তারপর আমাকে শুলে চরাবেন। তারপর আমার তীরদানি থেকে একটি তীর বের করে ধনুকের মাঝে রেখে 'বিছমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম' (বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর নামে তীর ছুড়ছি) বলে তীর মারবেন। এরকম করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন।'

রাজা একটি ময়দানে লোকদের একত্রিত করে বালকটিকে শুলে চড়াল। তীর থেকে একটি তীর বের করে ধনুকের মাঝে রেখে বলল, 'বিছমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম' (বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর নামে তীর ছুড়ছি) বলে তীর ছুড়ল। তীরটি বালকটির কানের কাছে মাথায় গিয়ে লাগল এবং সেখানে তার হাত রাখল। তারপর সে মারা গেল। এ দেখে উপস্থিত লোকেরা বলতে লাগল, আমরা বালকটির প্রতিপালকের উপর ঈমান গ্রহণ করলাম। এ খবর রাজার কাছে পৌছলে তাকে বলা হল, যে ভয় আপনার ছিল তাই হয়ে গেল। সকল মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। রাজা তখন তার লোকজনকে রাস্তার পার্শ্বে বড় বড় গর্ত খোড়ার নির্দেশ দিল। তারপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হল। রাজা ঘোষণা দিল, যে ধর্ম ত্যাগ না করবে তাকে তোমরা এ গর্তে ফেলে দেবে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের ধর্ম ত্যাগ করল না, তাদের আগুনে ফেলে দেয়া হল। এমনি করে একজন মহিলা তার শিশুসহ আসল। সে ধর্ম ত্যাগ করবে, না আগুনে যাবে এ বিষয়ে ইতস্তত করছিল। শিশুটি তার মাকে বলল, 'মা! (ধর্ম ত্যাগ না করে) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। কারণ আপনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

বর্ণনায় ঃ মুসলিম

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের দায়ী ও ধর্মানুসারীরা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার ধর্মের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার একটি চিত্র হল এ হাদীস। এটা ইসলামপূর্ব যুগের কয়েকজন খৃষ্টানের ঘটনা। আমাদের সকলেরই জানা যে, ইসলাম আগমনের পূর্বে খৃষ্ট ধর্ম বাতিল ধর্ম ছিল না।

২- আল-কুরআনের সূরা আল-বুরুজে উল্লেখিত আসহাবুল উখদূদের আলোচনার ব্যাখ্যা হল এ হাদীস।

৩- রোগ থেকে আরোগ্য ও সুস্থতা দান করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি ছাড়া এ ক্ষমতা অন্য কারো নেই। ডাক্তার, ঔষধ ইত্যাদি বাহ্যিক উপকরণ মাত্র।

৪- আল্লাহর অলীদের কারামত একটি সত্য বিষয়।

৫- অন্তরে দৃঢ় ঈমান থাকার পর কারো অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়ে, জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে ঈমান গোপন করা অথবা ঈমান - ইসলাম গ্রহণের কথা অস্বীকার করার অনুমতি আছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (النحل : 106)

“কেহ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়েছে কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে অবিচল।” (সূরা আন- নাহল : ১০৬)

কিন্তু হাদীসে বর্ণিত এ তিন ব্যক্তি তাদের জীবন রক্ষার জন্য ঈমানের কথা অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু কেন করলেন না?

বাধ্য হয়ে ঈমানের কথা অস্বীকার করার দুটো অবস্থা হতে পারে। এক. যদি ঈমানের কথা অস্বীকার করা হয় তাহলে এর প্রভাব শুধু নিজের উপর বর্তায়। অন্যের উপর বা সমাজে এর প্রভাব পড়ে না। ঈমানের বিষয়টি গোপন রাখার কারণে অন্য লোকেরা ধর্ম থেকে ফিরে যায় না।

দুই. যদি ঈমানের কথা অস্বীকার করা হয়, তা হলে সমাজে এর প্রভাব পড়ে। অন্য লোকেরা বলবে, অমুক মহান ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করেছে আমরা করলে দোষের কী?

প্রথম অবস্থায় ঈমান বা ইসলামের কথা গোপন করা বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ঈমান বা ইসলামের কথা গোপন করা উচিত নয়। কারণ এতে অন্যের ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা - না থাকার প্রশ্ন জড়িত। বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, যদি ধর্ম যাজক বা বালকটি ঈমানের কথা অস্বীকার করত, তাহলে অনেক মানুষ -যারা গোপনে আল্লাহ ও তাঁর মনোনীত ধর্মের প্রতি ঈমান এনেছিল তারা - ঈমান ত্যাগ করত। যেমন আমরা বালকটির আত্নত্যাগের কারণে দেখতে পেলাম, উপস্থিত লোকেরা তাদের ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে।

কাজেই ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী বা অনুসরনীয় ব্যক্তিবর্গ কোন প্রতিকুল অবস্থায় নিজেদের ঈমান ও ইসলামের কথা গোপন করতে পারেন না বা ইসলামকে অস্বীকার করা হয় এমন কোন কথা বলতে পারেন না।

আল্লাহ তাআলার লাখো-কোটি প্রশংসা যে, তিনি পূর্ববর্তী উম্মতের মত এ উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও হাজার হাজার নিবেদিত প্রাণ আলেম-উলামা, ইমাম-ফকীহ, মুজাদ্দিদ-দায়ী সৃষ্টি করেছেন। যারা ইসলামের সামান্য বিষয়েও নিজেরদের জীবন বাজি রেখেছেন। তাগুতকে কোন রকম ছাড়ই দেননি। ফাঁসীর মঞ্চে উঠে কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও বুক উচু করে আল্লাহর দীনের কথা বলে গেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের আত্ন-ত্যাগ কবুল করুন। ইসলাম ও তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে তাদের তিনি উত্তম প্রতিদানে ভুষিত করুন।

৬- আল্লাহর দীনের জন্য এ বালকের আত্নত্যাগের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে অনেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আত্নঘাতী আক্রমনকে সমর্থন করেন। আজকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে আত্নঘাতী হামলা লক্ষ করা যায়। আসলে এ হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে নিয়ে বর্তমানের আত্নঘাতী হামলাগুলো সমর্থন করার অবকাশ নেই। কারণ, এ বালকটি আত্নত্যাগের কারণে অনেকগুলো মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। আর বালকটি নিজেকে নিজে হত্যা করেনি। অন্যের আঘাতে সে নিহত হয়েছে। যদি ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য আত্নঘাতী হামলা করা হয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আত্নঘাতী হামলাগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনে। এর দ্বারা ইসলামের শত্রুরা আরো বেশী বর্বরতা, পাশবিকতা নিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করে। কাজেই বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় শত্রুদের বিরুদ্ধে আত্নঘাতী হামলা করা সঠিক নয়। এ হাদীস এবং ইসলামের প্রথম যুগেও সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের সৈনিকদের আত্নত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু কোথাও তারা নিজেদের অস্ত্র দিয়ে নিজেদের হত্যা করেননি। আর বর্তমানের আত্নঘাতী হামলায় নিরাপরাধ লোকজন হতাহত বেশী হয়ে থাকে। কোন অবস্থাতেই নিরাপরাধ মানুষ হত্যা করা বা তা সমর্থর্ন করা ইসলাম অনুমোদন করে না। কোন কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব বর্তমানের আত্নঘাতী হামলাগুলো অনুমোদিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন ঠিকই। কিন্তু অধিকাংশ আলেম-উলামা

শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল আত্মঘাতী হামলা বৈধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্তের প্রয়োজন। শর্তগুলো হলঃ

এক. আত্মঘাতী হামলা দিয়ে ইসলাম মুসলমানদের উপকার হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। দুই. কোন নিরাপরাধ লোক হতাহত হতে পারবে না। তিন. কোন গোপন ব্যক্তি বা সংগঠনের নির্দেশে আত্মঘাতী হামলা চালানো যাবে না। শুধুমাত্র দেশ ও জাতির বৈধ সরকার বা সরকারের অবর্তমানে সরকারের বিকল্প প্রতিষ্ঠান আত্মঘাতী হামলার নির্দেশ দেয়ার অধিকার রাখে। চার. আত্মঘাতী হামলা ছাড়া যখন লক্ষ্য অর্জনের কোন বিকল্প না থাকে, তখন হামলার বৈধতার প্রশ্ন আসবে। যখন বিভিন্নভাবে শত্রুর সাথে লড়াই করার পথ খোলা থাকে তখন আত্মঘাতী হামলার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। এ চারটি শর্তের সবগুলো যখন উপস্থিত থাকবে তখনই দুশমনের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী আক্রমন বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ সকল শর্তের প্রতিটির বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রমাণ রয়েছে।

৭- আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম হল ধৈর্য ও সবর। এ হাদীসের প্রতিটি বাক্যে রয়েছে ধৈর্য-সবরের বিরল দৃষ্টান্ত। সর্বশেষে দেখা যায়, শিশুটি তার মাকে ধৈর্য ধারণ করে নিজের ঈমানের উপর অটল থেকে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করতে উপদেশ দিয়েছিল।

৮- ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, বালকটির নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন সামের।

৯- ইবনে আব্বাস বলেন, 'বাদশা ছিল নাজরানের বাদশা।' নাজরান হল বর্তমান সৌদী আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রদেশ। এ ঘটনা সেখানে সংঘটিত হয়েছিল বলে অধিকাংশ তাফসীরবিদ মত প্রকাশ করেছেন।

7- عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَال : «اتَّقِي الله وَاصْبِرِي » فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بمُصِيبتِي، وَلَمْ تعْرِفْهُ، فَقيلَ لَهَا : إِنَّه النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فلَمْ تَجِد عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقالتْ : لَمْ أَعْرِفْكَ، فقالَ : « إِنَّما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى » متفقٌ عليه. وفي رواية لمُسْلِمٍ : « تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا »

**হাদীস - ৭.**আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ "আল্লাহ-কে ভয় কর ও ধৈর্য ধারণ কর।" মহিলাটি তাঁকে বলল, 'তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও! আমার উপর যে বিপদ এসেছে তাতো তোমার কাছে আসেনি (তুমি আমার বিপদের কি বুঝবে)।' আসলে মহিলাটি রাসূল-কে চিনতে পারেনি। পরে তাকে বলা হল, এ ব্যক্তি হলেন আল্লাহর রাসূল। সে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর রাসূলের দরজায় আসল, সেখানে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ধৈর্য ধারণ তো প্রথম আঘাতের সময়ই হয়ে থাকে।"

বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম

তবে মুসলিমের বর্ণনায় একটি বাক্য বেশি আছে, তাহল : 'মহিলাটি তার মৃত সন্তানের জন্য কাঁদছিল।'

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- কবরের কাছে কান্নাকাটি করা মোটেও উচিত নয়। এটা ধৈর্যের পরিপন্থী। তবে নীরবে চোখে পানি আসলে তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু আহাজারী, চিৎকার, শব্দ করে কান্নাকাটি করা উচিত নয়। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ -

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجراً . صحيح الجامع رقم ৪৫৮৪

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, হ্যাঁ এখন তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কারণ কবর যিয়ারত হৃদয়কে কোমল করে, নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে তোমরা শোক ও বেদনা প্রকাশ করতে সেখানে কিছু বলবে না।"

সহীহ আল-জামে হাদীস নং ৪৫৮৪

২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো ব্যাপারে নসীহত করতে কৃপণতা করেননি। যেমন তিনি মসজিদে, সমাবেশে মানুষকে নসীহত করেছেন। এমনিভাবে পথে-ঘাটে মানুষকে কোন অসঙ্গত কাজ করতে দেখলে বারণ করেছেন। উপদেশ দিয়েছেন। সঠিক পথটি বাতলে দিয়েছেন। সৎ কাজের আদেশ করেছেন। অন্যায় কাজে নিষেধ করেছেন।

৩- মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হল, 'আল্লাহকে ভয় কর।'

৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্যের একটি দৃষ্টান্ত। মহিলাটিকে ভাল উপদেশ দেয়ার পরও সে রাসূলের সাথে অসঙ্গত কথা বলেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন উত্তর দেননি। এমনকি মহিলাটি লজ্জা পাবে মনে করে নিজের পরিচয়টিও দেননি।

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। কিন্তু তার বাড়ীতে কোন দারোয়ান ছিল না। যে কোন মানুষ তার সুখ-দুঃখের কথা যখন ইচ্ছা তখন, সরাসরি বলার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারত।

৬- বিপদ আসার সাথে সাথেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অসংযত আচরণ থেকে বিরত থাকাটাই হল আসল ধৈর্য। বিপদ আসার পর হা-হুতোশ, আহাজারী করে বিপদ হাল্কা হয়ে যাওয়ার পরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার নাম ধৈর্য নয়। এটাই এ হাদীসের মূল শিক্ষা। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছে, 'প্রথম আঘাতের সময়-ই হল ধৈর্য।'

৭- মহিলাদের কবর যিয়ারতের বৈধতা প্রমাণিত হল এ হাদীস দিয়ে। এখানে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মহিলাকে বলেননি, তুমি কেন কবর যিয়ারত করতে আসলে? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন, তখন এ নিষেধাজ্ঞা নারী পুরুষ সকলের জন্যই ছিল। আবার যখন কবর যিয়ারত করতে অনুমতি দিয়েছেন, তখন সে অনুমতি নারী পুরুষ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। উপরের হাদীসে বর্ণিত কবর যিয়ারতের অনুমতির যে সকল কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা যেমন পুরুষের জন্য প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নারীরও। তাই নারীদের জন্য কবর যিয়ারত করার অনুমতি আছে, যেমন আছে জানাযার নামাজে তাদের অংশ গ্রহণের অনুমতি।

8- عَنْ أَبِي هَرَيرَةَ رَضِي اللهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « يَقولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبهُ إِلاَّ الجَنَّة » رواه البخاري .

**হাদীস - ৮.** আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ "আমার মুমিন বান্দার আপন জনকে যখন আমি দুনিয়া থেকে নিয়ে যাই,

তখন যদি সে ইহতেসাবের সাথে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য প্রতিদান অবশ্যই জান্নাত।"বর্ণনায় ঃ বুখারী

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- এটি একটি হাদীসে কুদসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখের ভাষায় আল্লাহ তাআলার বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

২- আপনজনের ইন্তেকালে ধৈর্য ধারণ করার ফজিলত ও তাতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এ হাদীসে।

৩- ইহতেসাবের সাথে ধৈর্য ধারণ করতে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইহতেসাব হল, 'আল্লাহর জন্য ও তাঁর থেকে প্রতিদান পাওয়ার' আশা ও বিশ্বাস ধারণ করা। সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকর্মে ইহতেসাব অবলম্বন করা উচিত। ধৈর্যের ক্ষেত্রে ইহতেসাবের মর্ম হল, আমি যে এ বিপদে ধৈর্য ধারণ করছি এটা আল্লাহ-কে সন্তুষ্ট করার জন্যই করছি এবং এর প্রতিদান আমি তাঁর কাছেই আশা করছি। এ সংকল্প ধারণ করা হল, ধৈর্যের ক্ষেত্রে ইহতেসাব।

9- عَنْ عائشَةَ رضي اللهُ عنها أنَهَا سَأَلَتْ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَن الطَّاعونِ ، فَأَخبَرَهَا أَنَهُ كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللهُ تعالى عَلَى منْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللهُ تعالَى رحْمةً للْمُؤْمنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُون فَيَمْكُثُ فِي بلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ » رواه البخاري .

**হাদীস - ৯.** আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ "এটা ছিল আল্লাহ তাআলার একটি শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এতে আক্রান্ত করতেন, তার কাছে এটা পাঠাতেন। অতঃপর তিনি এটাকে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিণত করেছেন। অতএব যে কোন মুমিন বান্দা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্য ও আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করে এবং এ কথা জেনে বুঝে নিজ এলাকায় অবস্থান করে যে, আল্লাহ যার তাকদীরে লিখে রেখেছেন শুধু সে-ই এতে আক্রান্ত হবে, তাহলে সে (প্লেগ রোগে মৃত্যু বরণ করলে) শহীদের অনুরূপ প্রতিদান পাবে।"
বর্ণনায় ঃ বুখারী

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- প্লেগ মহামারী মূলত মানুষের জন্য একটি শাস্তি বা আজাব। কিন্তু তা ঈমানদারদের জন্য শাস্তি নয়, বরং রহমত।

২- কোন এলাকায় প্লেগ বা অন্য কোন মহামারী ছড়িয়ে পড়লে সে স্থান ত্যাগ না করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নিজ এলাকায় অবস্থান করা উত্তম। এটা উচ্চ স্তরের ধৈর্যের পরিচয়।

৩- এ অবস্থায় সে প্লেগে মারা গেলে শহীদি মর্যাদা লাভ করবে।

৪- ধৈর্য ধারণ করার সাথে সাথে ইহতেসাব বা আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার নিয়্যত ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থাকলে সে বিশাল পুরস্কারের অধিকারী হবে।

৫- আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মর্যাদা ও পুরস্কারের মহত্ব ও তৎপর্যের প্রতি ঈঙ্গিত রয়েছে এ হাদীসে।

10- وعَنْ أَنسٍ رضي اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : « إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِي بحبيبتَيْهِ فَصبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ » يُريدُ عينَيْه ، رواه البخاريُّ .

**হাদীস - ১০.** আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ "যখন আমি আমার বান্দাকে দুটো প্রিয় বস্তুর ব্যাপারে পরীক্ষা করি, অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারন করে, তখন আমি সে দুটো বস্তুর পরিবর্তে তাকে জান্নাত দান করি।" দুটো প্রিয় বস্তু দ্বারা তিনি দুটো চোখ-কে বুঝিয়েছেন।
বর্ণনায় ঃ বুখারী

**হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- বর্ণিত হাদীসটি হাদীসে কুদসী। এতে আল্লাহ তাআলারই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

২- কোন ঈমানদার মানুষের দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে তা আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষা বলে ধরে নেয়া হবে।

৩- হাদীসে দুটো চোখ-কে হাবীব বা প্রিয়তম বলা হয়েছে। এতে চোখ ও তার রক্ষণাবেক্ষনের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

৪- কোন ঈমানদার দৃষ্টি শক্তি চলে যাওয়ার পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তাকে ধৈর্য ধারন করতে হবে। তাকে মনে করতে হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পরীক্ষার প্রতিদান ও ফলাফল আমি লাভ করব। আমি তার সিদ্ধান্তেই রাজী ও সন্তুষ্ট থাকলাম। দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ায় আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তিনি কেন আমার থেকে এ নেআমাত নিয়ে গেলেন? অন্য কোন মানুষকে তিনি কেন দেখলেন না? এ ধরণের কথা-বার্তা বলা যাবে না। এমনিভাবে হা-হুতাশ, আহাজারী, আক্ষেপ করা ঠিক নয়। বলতে হবে, আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই দান ছিল। তিনি যা আমাকে দিয়েছেন তা তাঁরই। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে এর প্রতিদান ও বিনিময় দেবেন।

৫- যে সকল ঈমানদার ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে এ হাদীসটি তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ।

৬- এ হাদীসটি ধৈর্য ধারনের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচিত। কেহ আল্লাহ তাআলার জন্য, তাঁরই কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশায় ধৈর্য ধারন করলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে বিরাট পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. الزمر: ১০

"ধৈর্যশীলদেরই তো বিনা হিসাবে পুরস্কার দেয়া হবে।" সূরা যুমার : ১০

11- وعنْ عطاءِ بْن أَبِي رَباحٍ قالَ : قالَ لِي ابْنُ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهُمَا ألا أريكَ امْرَأَةً مِن أَهْلِ الجَنَّة ؟ فَقُلت : بلَى ، قَالَ : هذِهِ المْرأَةُ السوْداءُ أَتَتِ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ ، وإِنِّي أَتكَشَّفُ ، فَادْعُ اللهَ تعالى لِي قَالَ : « إِن شئْتِ صَبَرْتِ ولكِ الْجَنَّةُ، وإِنْ شِئْتِ دعَوْتُ اللهَ تَعالَى أَنْ يُعافِيَكِ » فقَالتْ : أَصْبرُ ، فَقالت : إِنِّي أَتَكشَّفُ ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لا أَتكشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا . متَّفقٌ عليْهِ .

**হাদীস - ১১.** আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি কী তোমাকে জান্নাতের অধিকারী একজন মহিলা দেখাব? আমি বললাম, অবশ্যই দেখাবেন। তিনি বললেন, এই কালো মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলেছিল, 'আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং আমার কাপর খুলে যায়। অতএব আপনি আমার জন্য দুআ করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  বললেনঃ "তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার, তাহলে তোমার জন্য